খণ্ড ৮, সংখ্যা ৯ ভাবনগর জুন ২০১৮
Vol. 8, No. 9 BHĀBANAGARA June 2018

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : আধুনিক ফোকলোর চর্চার পথিকৃৎ

শামসুজ্জামান খান

ফোকলোর সাধক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

Muhammad Mansuruddin : The Pioneer Folk-Researcher in the Modern Age

Shamsuzzaman Khan

Abstract

Muhammad Mansuruddin (31 January 1904 – 19 September 1987) has been regarded as the founding father of Bengali folklore collection and research. He was famous for a huge collection of age-old folk songs, mostly anthologised in thirteen volumes under the title Haramoni. In recognition of his lifelong contribution to folklore collection and research, the Rabindra Bharati University, Kolkata, India awarded him honorary D.Litt. degree in 1987. Mansuruddin had his baptism in writing at a very early stage of his life. Although collection of folklore remains his monumental work, he also wrote literary essays and fiction all through his life. In 1952 he worked as editor of monthly literary Mah-e Nau for about six months (on deputation from government service). He spent fifty to sixty years in collecting Ethnic and traditional festival Songs from rural Bengal. He transcribed those without caring for lexical accuracy. He took down as he heard from the mouth of the singers. He also collected songs of Lalon Fakir and wrote on him. Also, in 1974, he translated some songs of Lalon Fakir for the international audience. A mentor of outstanding calibre Prof. Mansuruddin encouraged younger folklorists to follow international technic and methodology of folklore. At the same time he advised folklore researchers to travel to the rural areas to look for their context it. Apart from *Haramoni* (হারামণি), his notable collection were Lalon Fakir-er Gaan : Songs of Lalan Fakir, published in 1948, *Lalan Geetika* (লালন গীতিকা) published subsequently and Folksongs of Lalan Shah in English rendering was published in 1974. Introduction of different volumes of Haramoni are revealing and educative. A literary biographer, Prof. Mansuruddin wrote a biography of prophet Muhammad titled *Hazrat Muhammader Jiboni O Sadhona*, and his other contribution in this genre include *Hazrat Shah Waliullah, Harun Rashid* and *Iraner Kobi.* His books for children included *Bokami* (1952), *Thokami* (1958) and *Mushkil Ahsan* (1958). He compiled a dictionary of Bengali idioms under the title *Hashir Ovidhan* in 1957.

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন নানা কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর দীর্ঘ জীবন (১৯০৪-৮৭) ও বিপুল কাজ আমাদের সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনার পরিমণ্ডলে এক স্পষ্ট ছাপ রেখেছে। সহজ, সাদাসিধে কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুভব-অনুভূতিসম্পন্ন (mentally alert) এই মানুষটির চারিত্রিক দার্ঢ্য, নিখাঁদ আন্তরিকতা, হৃদয়ের প্রসারিত সৌন্দর্য, গুণিজনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্পষ্টবাদিতা ও তির্যক কৌতুকবোধ যে কোনো সচেতন মানুষকে আকৃষ্ট করত। তাঁর পোশাক-আশাক অবয়বে তিনি প্রধানত ছিলেন শেষ ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্লেইন লিভিং ও হাই থিংকিং-এ বিশ্বাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক বাঙালির অনুসারী চিন্তাবিদ। তাঁর লম্বা চুল ও বিস্তৃত দাড়িও তাৎপর্যবহ ছিল বলেই আমাদের মনে হয়। সুফি সাধক, দরবেশ ও ইরানি সভ্যতার অন্তঃসার নিঃসৃত আলোকিত ধর্মসাধনা ও মুক্ত মানবিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বাঙালি বাউল তান্ত্রিক যোগী সাধু-সন্ন্যাসীর সহজিয়া ভাব-সাধনা সমন্বয়ের এক প্রতীকী মূর্তিকেই যেন তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর চেহারায়, পোশাকে। এতে রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাবও ছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে নিরন্তর বাস্তবিক ও মানসিক সংযোগের ফলে তিনি সবসময়ই আধুনিক বোধ, ভাবনা ও বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হতেন। তাঁর অসাধারণ গ্রন্থপ্রীতি ও নিরন্তর অনুসন্ধানী মন ছিল এর চালিকা শক্তি।

দুটি বলিষ্ঠ জীবন-রীতির এই সমন্বয় সত্ত্বেও যে জীবনের পূর্ণতা আসে না এবং তৈরি হয় এক নতুন বৃত্ত, মনসুরউদ্দীন সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন, তাই পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তিনি যে ক্লাসে বাংলা পড়াতে পড়াতে মাঝে মধ্যেই ইংরেজিতে বলতে শুরু করতেন, এমনকি মধ্য যৌবনে পাশ্চাত্য পোশাকও ব্যবহার করেছেন কখনো-সখনো, এটা শুধু একটা খেয়াল বলে মনে হয় না। বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারার অনগ্রসরতা, কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মীয় বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের পশ্চিমের জানালাটা খোলা থাকুক, তরুণ সমাজ আধুনিক চিন্তা-ভাবনা, যুক্তিবাদ ও বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হোক, এ উদ্দেশ্যেই তিনি এটা করতেন বলে আমাদের সুদৃঢ় ধারণা।

আমরা উপরে যে পর্যবেক্ষণটি মুদ্রিত করেছি তাতে মনসুরউদ্দীনকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা একজন দীক্ষিত মানুষ হিসেবে শনাক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছি। আমাদের বিবেচনায় এটিই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তিনি

নিজে অবশ্য তাঁর পরিচয় দিয়েছেন আরো নিরেট ও নিরাভরণ ভাষায়—যা শুধু মহত্ত্বের পক্ষেই সম্ভব। তিনি লিখছেন : 'আমি চাষার ছেলে। আমার একমাত্র লক্ষ্য কাজ করা। সাধনা করা। কাজ ছাড়া জীবন মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা।' (অন্তরঙ্গ আলোকে : এ. ন. ম গোলাম মোস্তফা পৃ. ৮৫) বর্তমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কর্মস্পৃহার অভাব এবং অফিস-আদালতে কর্মহীনতার সংস্কৃতির বাড়-বাড়ন্ত দেখেই তিনি বোধহয় কাজের ওপর অমন জোর দিয়েছিলেন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের জীবন গড় বাঙালি জীবনের পক্ষে ঈর্ষণীয় রকমের দীর্ঘই বলা যায়। কিন্তু এই জীবন, কাজ ও কৃতি নিয়ে ঠাসা। দুঃখ-দুর্দশার মধ্য থেকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় নির্মিত একটি মেধাবী শিক্ষাজীবন এবং বৈরী সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা ওই কাজ ও সাধনারই পুরস্কার। এই বিবেচনা থেকেও মনসুরউদ্দীন এক কৃতী পুরুষ।

১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণি পেয়ে এমএ পাস করেন। সেকালের গ্রাম-বাংলার এক দরিদ্র মুসলমান কৃষক সন্তানের এই সাফল্য খুব সামান্য ঘটনা নয়—যখন কোনো নগরবাসী আলোকিত মুসলমান সন্তানও ইতোপূর্বে এই গৌরব অর্জন করেননি।

অমন ঝকঝকে তরুণের পক্ষেও কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশের পথটি উজ্জ্বল তো নয়ই, একটু মসৃণও ছিল না। শুরু করতে হয়েছিল স্কুল-সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে। পরে নানা ধাপ অতিক্রম করে তিনি উঠে আসতে সারস্বত সমাজের চূড়ায়। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী, শাহেদ সোহরায়ার্দি, মামুন সোহরাওয়ার্দি, কাজী নজরুল ইসলাম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখের সাহায্য, সহযোগিতা ও সৌহার্দ লাভ করেন তিনি এবং কাজের ক্ষেত্রেরও বিস্তার ঘটান। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩২২ আশ্বিন থেকে মাঘ) রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের কুড়িটি গান প্রকাশিত হতে দেখে মনসুরউদ্দীনের চিত্তে জ্বলে ওঠে নতুন আলো।

ফোকলোর সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

গ্রাম-বাংলার ছেলে মনসুরউদ্দীন। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথের কাজে। এখান থেকেই তিনি খুঁজে পান তাঁর আজীবনের কাজ ও সাধনার জগৎ। আর এভাবেই নির্ধারিত হয়ে যায় তাঁর ভবিষ্যৎ মানসবিচরণ ক্ষেত্র।

জীবনের অন্তিম লগ্নে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত ডি.লিট. উপাধি প্রদান উপলক্ষে তৈরি করা ভাষণে তিনি লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ' লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদান সংগ্রহে আগ্রহ দেখালেন, তবে 'খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করে তাঁর কাছে পাঠাতে বলেছেন—'এ থেকে বুঝলাম পল্লীর এইসব আকাড়া জিনিসেরও মর্তবা আছে।' তাঁর চাকরি ও পেশাগত জীবনও এ কাজে খুব সহায়ক হয়েছিল। বদলির চাকরি ছিল তাঁর। ঘুরতে হতো এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। গ্রাম-বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সুযোগও হয়েছিল এতে। শিক্ষকতার কাজে অবসরও ছিল প্রচুর। এই সুযোগ ও অঢেল সময়কে মনসুরউদ্দীন খুব যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তাঁর এই শ্রমনিপুণ, উদ্দীপনাময় ও সজীব কল্পনাপ্রসূ কাজেরই ফল এগারো খণ্ডে বাংলাদেশের লোকসংগীতের সংগ্রহ গ্রন্থ *হারামণি* (১৯৩১-৮৮)। *হারামণি* বাংলাদেশের লোকগীতির আকরগ্রন্থ। একে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মহাগ্রন্থ' নামে আখ্যাত করেছেন। মনসুরউদ্দীন সাহিত্যের ইতিহাস রচনাসহ অন্যান্য শাখায় যে কাজ করেছেন, তার গুণ ও পরিমাণগত মান উপেক্ষণীয় নয়। তবে আমরা তাঁর অন্য কাজ নিয়ে কোনো আলোচনা এ লেখায় করব না। শুধু তাঁর ফোকলোর বিষয়ক কাজ ও চিন্তা-ভাবনাকেই একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

আমরা অন্যত্র বলেছি যে, মনসুরউদ্দীন আমাদের ফোকলোর চর্চায় শুধু পথিকৃৎ নন, আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রচারী। তাঁর ফোকলোর চিন্তায় সাম্প্রতিক বিশ্বের পণ্ডিতদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করি। মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের দেশের বড় পণ্ডিতেরা মনসুরউদ্দীনের ফোকলোর চর্চার ধরন নিয়ে যথেষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মনসুরউদ্দীনের এ বিষয়ে বিশ্বের সর্বশেষ বই-পুস্তকের সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল যা অন্য পণ্ডিতদের ছিল না। তাই তাঁদের ফোকলোর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মতামতের অন্তঃসারশূন্যতা এখন খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ সম্বলিত হারামনি-র প্রচ্ছদচিত্র

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ফোকলোর সংগ্রহের রীতি সাহিত্য ক্ষেত্রের পণ্ডিতদের সমালোচনার মুখে পড়ায় তিনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা শুধু যৌক্তিকই নয়,

আধুনিক ফোকলোর ফিল্ডওয়ার্কের রীতি-পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত। মনসুরউদ্দীন বলছেন :

'রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের পর আমি লালন ফকিরের গান ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করি এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। এই সকল গান অশিক্ষিত জনসাধারণ, ফকির বৌষ্টম, চাষাভূষা ও মাঝি মাল্লাদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি গান যে প্রকার পাইয়াছি ঠিক সেই প্রকারই ছাপাইতে হইবে, ইহাই আন্তর্জাতিক গ্রাম্য গান-সংগ্রহ বিধান। সত্যই যৎ শ্রুতং তৎ লিখিতং; ইহার ব্যত্যয় করিলে অধর্ম হয়।' (*হারামণি*, সপ্তম খণ্ড, ভূমিকা পৃ. ২১) অন্যত্র বলেছেন : 'যেমন পাওয়া তেমনি সংগ্রহ। রং মেশানো যাবে না অশ্লীল হলেও।'

মনসুরউদ্দীনের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৬০-এর দশকের ফোকলোর চর্চায় তরুণ তুর্কিদের অন্যতম ড. কেনেথ গোল্ডস্টাইনের ফোকলোর সংগ্রহ বিষয়ক ক্ল্যাসিক বই *A Guide For Field Workers in Folklore* থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃতি করছি :

> The field worker is bound to record everything he collects in the exact from given to him by an informant. His notes must be an exact transcription of their performance". For the scientific purposes of folklore he is allowed on lecway on this point. There is only one way to transcribe materials; exactly as heard.(p. 132)

কেনেথ গোল্ডস্টেইন থেকে অ্যালান ডান্ডেস বা ড্যান বেন-আমোস প্রমুখ একালের বিশ্ববিখ্যাত ফোকলোরবিদের বক্তব্য আর মনসুরউদ্দীনের বক্তব্যের মধ্যে আমরা মিল পাই। মনসুরউদ্দীনের চেয়ে ওঁরা আরো জোরের সঙ্গে বলেছেন : কোনো তথ্যের বিকৃতি, শুদ্ধকরণ বা কোনো কিছু বাদ দেয়া প্রলেপ মেখে দেয়া বা সম্পাদনা করে দেয়া গুরুতর অপরাধ এবং সাংঘাতিক Intellectual dishonesty-র পরিচায়ক। কেউ কেউ একে, 'criminal offence'-ও বলেছেন। ফোকলোর উপাদানের অর্থ বা ফাংশন তথ্যদাতার (informant) কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, গবেষক-সংগ্রাহককে নিজে তার মানে করে নিলে চলবে না।

এই নিরিখে আমাদের পণ্ডিতদের কাণ্ডকীর্তি শুধু নিন্দনীয় নয়—অবৈজ্ঞানিক এবং ভীষণভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ও রক্ষণশীল এবং তাঁদের সংস্কৃতির চিন্তার সামগ্রিকতা এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিতির অভাবেরই পরিচায়ক। উদাহরণ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি *হারামণি*র পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে এরকম মত দেন : 'I am of opinion that sthe songs having Hindu Mythology should he omitted.' অন্যদিকে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন : 'বিকৃত উচ্চারণজনতি অশুদ্ধ পাঠ সম্পূর্ণ শুদ্ধ করতে না পারলেও সম্ভাব্য শুদ্ধ কিংবা পাঠ-বৈচিত্র্যের উল্লেখ করা সম্পাদকের পক্ষে সমীচীন নয়। মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর কোনো সংগ্রহেই তার করেননি।' আমাদের সৌভাগ্য যে মনসুরউদ্দীন তা করেন নি। ফোকলোরিস্ট পাঠ-বৈচিত্র্য (text variation) অবশ্যই দেবেন তবে কখনই যৌগিক পাঠ (Composite text) বা 'সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ' তৈরি করেন না—এ কাজ সাহিত্য সম্পাদকের। ফোকলোর আর সাহিত্য এক জিনিস নয়, এটা সব সময় মনে রাখতে হবে। ফোকলোরিস্টের কাজ সমাজবিজ্ঞানী আর নৃতত্ত্ববিদের মাঝামাঝি অবস্থিত। ফোকলোরিস্ট ঐতিহ্য ব্যাখ্যাতা, সে সঙ্গে ঐতিহ্য ও পরিবর্তমান আধুনিকতার সম্পর্ক নির্ণয়কারী। তিনি প্রধানত এথনোগ্রাফার

(ethnographer)। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত সুখময় মুখোপাধ্যায় *মৈমনসিংহ-গীতিকার* যৌগিক পাঠ নির্মাণ করে এমনই এক হাস্যকর নজির স্থাপন করেছেন। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তুলনায় সৈয়দ আলী আহসানের মনসুরউদ্দীন ও লোকসাহিত্য বিবেচনা আধুনিক। সৈয়দ আলী আহসান যথার্থই বলেছেন : 'লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে সাহিত্যের আবেগ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সেখানে প্রয়োজন, মনসুরউদ্দীন সাহেব সাহিত্যের আবেগকে নিজের জীবনে অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তাঁর লোকসাহিত্য সংগ্রহে বৈজ্ঞানিক নিবিষ্টতা আমরা পাই না, কিন্তু না পেলেও ক্ষতি নেই।' ফোকলোর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ডিসিপ্লিন (Intellectual discipline) হিসেবে বর্তমান বিশ্বে বিপুল অগ্রগতি সাধন করেছে।

সাম্প্রতিক জ্ঞানচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব কী পরিমাণে আন্তর্জাতিক চেতনাহীন তার প্রমাণ নিম্নোক্ত উক্তি :

'অধ্যাপক সাহেব (অর্থাৎ মনসুরউদ্দীন) অশিক্ষিত গায়কের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, অত্যধিক উৎসাহে কিছুমাত্র বাছ-বিচার না করিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।'

বাংলার বাউল ও বাউল গানের বিখ্যাত গবেষকের এই বক্তব্য আমাদের হতবাক করে।

বর্তমান ফোকলোর চর্চা ফিল্ডওয়ার্ক ছাড়া সম্ভব না। কিন্তু আমাদের চর্চায় ফিল্ডওয়ার্ক উপেক্ষিত। দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম কেউই প্রকৃত ফিল্ডওয়ার্ক করেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম মনসুরউদ্দীন এবং কিছু পরিমাণে জসীমউদ্‌দীন। তাঁর এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস তাঁকে দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তিনি পরিণত হয়েছেন

ফোকলোর সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে আলাপরত আধুনিক ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান

একটি প্রতিষ্ঠানে। ফিনল্যান্ডের ফোকলোর লাউরি হংকো তাঁকে বাংলাদেশের ফোকলোরের 'Mentor' বলেছেন। ইংরেজি অভিধানে কথাটির অর্থ লেখে : 'Wise and trusted advisor and helper (of an inexperienced person)'। সত্যিই তো তিনি তাই ছিলেন। বাংলাদেশের দুর্বল, অনভিজ্ঞ ও প্রায়-অনাধুনিক ফোকলোর প্রেমিকদের তিনিই ছিলেন নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। অন্যরা আধুনিক বিশ্বের চিন্তা-ভাবনা ও বইপুস্তকের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছিলেন, মনসুরউদ্দীন প্রতিকূল পরিবেশে তা খুলে রাখেন।

আমাদের ফোকলোর চর্চার তাই তিনি বয়স্ক আধুনিক—প্রকৃতপক্ষে এ বিদ্যা শাখার পিতৃপুরুষ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারেন। মনসুরউদ্দীন বলেছেন :

'শিক্ষিত মুসলমানেরা লোকসাহিত্য তথা গালগল্প সংগ্রহ করাকে বেশরা কাজ-কর্ম বলে আমাকে নিন্দা ও হিস্‌কারা করলো।

কিন্তু গ্রাম বাংলায় কৃষক-শ্রমিক ফকির দরবেশ, স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দর্জি দোকানদার এবং সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোবেসে কোল দিয়েছে—দিয়েছে তাদের পুরুষ পরম্পরায় সঞ্চিত লৌকিক রত্ন-রাজি।' (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি-লিট উপাধি উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত ভাষণ)

তিনি আরও বলেছেন : 'আমাদের কালে লোকসাহিত্য চর্চা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে বর্তমান কালের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও পন্থা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সিরাজউদ্দীন কাসিমপুর, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখের কাজকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেই তরুণদের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বসতে হবে। আমাদের ফোকলোর চর্চায় একটা আধুনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। এ কাজ আমাদের দেশে এখনও উপযুক্তভাবে হয়নি।' (১৯৮৭, ঐ)

১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় তিনি বলেন : 'আধুনিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে গ্রাম-সমীক্ষা ও বিষয়ভিত্তিক জরিপ কাজের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এবং হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থাটি বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। আমাদের দেশে পল্লী বাংলায় ঘুরে ঘুরে কষ্ট স্বীকার করে ফোকলোর সংগ্রহ ও তার মূল্যায়নের প্রতি একটা অনীহা আছে। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি এই প্রবণতা দূর হয়, তাহলে আমি বড় খুশি হবো।'

আমাদের ফোকলোর পণ্ডিতরা কোনো উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেননি, না ব্যক্তিমানুষ হিসেবে, না নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে। মনসুরউদ্দীন ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সৎ-সজ্জন ও আদর্শিক নিষ্ঠায় অটল—তবে লেখায় কিছু অগোছালো এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রযত্নহীন। কিন্তু তাঁর ফোকলোর-প্রেম ছিল নিখাঁদ। সন্দেহাহীতভাবে নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রাহক-সংকলক ছিলেন। প্রখর কাণ্ডজ্ঞান ও পড়াশোনা তাঁকে সবসময় হালতক করে রেখেছিল। তিনি ছিলেন ফোকলোরের শ্রমনিপুণ এক মহান সাধক। তাই তাঁকে বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার পিতৃপুরুষ (founding father) হিসেবে আখ্যাত করা যায়।

বি.দ্র. প্রবন্ধটি শামসুজ্জামান খান *রচনাবলি*, দ্বিতীয় খণ্ড [ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১২] হতে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে মুদ্রণে বিভিন্নসূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদচিত্র সম্পাদকের নির্বাচনে নতুনভাবে যুক্ত করা হয়েছে।